প্রথম আলো

তারিখ 03 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন

শিক্ষক নিয়োগে পৃথক শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো পৃথক শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধিরা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৯৫ সালের জনবলকাঠামো বাতিল এবং শিক্ষকদের পদোন্নতির সব অযৌক্তিক নিয়মগুলোও বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ (বিপিসি) এবং বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) আয়োজনে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়।

শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য অবসানের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের দাবি সামনে রেখে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পড়ে শোনান বিপিসির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান। এতে বক্তৃতা দেন বিপিসির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান, বাকশিসের সভাপতি অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন এবং ভারপ্রাপ্ত মহাসম্পাদক এ কে এম আব্দুল্লাহ।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রায় প্রতিটি সরকারের আমলেই বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের আন্দোলন করে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য কমছে। তবে এখনো শিক্ষকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

বৈষম্যমূলক খাতের উদাহরণ দিয়ে বক্তারা বলেন, বেসরকারি কলেজের পিয়ন থেকে শুরু প্রিন্সিপাল পর্যন্ত সবাই বাড়িভাড়া খাতে পাচ্ছেন ১০০ টাকা। মেডিকেল ভাতা পাচ্ছেন ১৫০ টাকা। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আজকাল এই টাকায় বাড়ি ভাড়া এবং চিকিৎসা খরচ মেটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর সরকারের হয়তো ধারণা, বেসরকারি শিক্ষকদের অসুখ হয় না, অথবা তাঁদের জন্য কোনো কোম্পানি কম দামে ওষুধ সাপ্লাই দেয়।

সম্মেলনে অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন বলেন, শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য সবার আগে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো দরকার। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না। ফলে শিক্ষকেরা হতাশ হয়ে পড়ছেন।

সম্মেলনে কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠনেরও দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য সরকারি শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করা হয় না। অথচ একই অভিযোগে বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বন্ধ করা হয়, যা খুবই অন্যায়।